



137954 - দামী দামী জনিসি কনো ক'অপচয় হসিবে গণ্য?

প্রশ্ন

নজিরে বোন কথিবা মা য়ে দামী দামী জনিসি দাবী করনে সগেলো খরিদি করা ক'অপচয় হসিবে গণ্য হব? এমন ক'সিসেব জনিসি যদি ক্রয় ক্ষমতার মধ্যযে থাকে এবং সগেলো কনিতবে ব্যক্তকি কনো বগে পতে না হয় তবুও?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আল্লাহ তাআলা বলনে: "হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যকে মসজদি (সজিদাস্থলে) সাজসজ্জা গ্রহণ কর / আর পানাহার করো; তবু অপচয় করো না / নশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করনে না /" [সূরা আরাফ, আয়াত: ৩১]

শাইখ সা'দী (রহঃ) বলনে:

"অপচয় হতে পারে প্রয়োজনরে অতিরিক্ত পরিমাণরে মাধ্যমে এবং খাবারদাবাররে মাত্রাতরিক্ত লোভ থাকা যা শরীররে ক্ষতি করে কথিবা খাবার, পানীয় ও পোশাকাদরি বাহাদুরি ও জৌলুশ বৃদ্ধরি মাধ্যমে; কথিবা হালালকে ডিঙিয়ে হারামে পর্যবসতি হওয়ার মাধ্যমে।" [তাফসরি সা'দীতে থেকে সমাপ্ত (পৃষ্ঠা-২৮৭)]

আল্লাহ তাআলা আরও বলনে:

"নকিটাত্মীয়কে তার অধিকার প্রদান কর এবং মসকীন ও পথকিকও / তবু, অপচয় করো না / নশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানদরে ভাই / আর শয়তান তার রবরে প্রতি অকৃতজ্ঞঃ /" [সূরা বনী ইসরাইল (২৬-২৭)]

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলনে: "যখন তিনি (আল্লাহ) খরচ করার নরিদশে দলিনে তখন এর সাথে অপচয় থেকেও নষিধে করলনে। বরং ব্যয় হব মধ্যমপন্থায়। যমেনটি তিনি অন্য এক আয়াতে বলছেন: আর যারা ব্যয় করার সময় অপচয় করে না এবং কৃচ্ছতা অবলম্বন করে না; বরং তাদের ব্যয় হয় উভয়টির মাঝামাঝি [সূরা ফুরক্বান, আয়াত: ৬৭] এরপর তিনি অপব্যয় ও অপচয় থেকে নিরুৎসাহতি করতে গিয়ে বলনে: নশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানদরে ভাই। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তারা শয়তানদরে মত।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলনে: تَبذِيرٌ (অপব্যয়) হল: অসঠকি খাতে ব্যয় করা। অনুরূপ কথা ইবনে আব্বাস (রাঃ)ও বলছেন।



মুজাহদি (রহঃ) বলেন: কোন মানুষ যদি যথাযথ খাতে তার সকল সম্পত্তি ব্যয় করে তবুও সবে অপচয়কারী হবে না। কিন্তু কটে যদি শুধু এক মুদদ অসঠিকি খাতে ব্যয় করে সটোই অপচয় হবে।

কাতাদা (রহঃ) বলেন: অপচয় হচ্ছে আল্লাহর অবাধ্যতার খাতে, অসঠিকি খাতে ও দুর্নীতির খাতে ব্যয় করা। [তাফসরি ইবনে কাছরি (৫/৬৯) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ সা'দী (রহঃ) বলেন: আল্লাহতাআলা বলেন: নিকটাত্মীয়কে দানসদকা ও সম্মান পাওয়ার প্রাপ্য অধিকার দাও, সটো আবশ্যকীয় হোক কিংবা মুস্তাহাব হোক। এ অধিকার পরিস্থিতির ভিন্নতা, আত্মীয়ের ভিন্নতা, প্রয়োজন থাকা বা না-থাকা এবং সময়ের ভিন্নতার ভিত্তিতে তারতম্য হয়ে থাকে।

মসিকীনকে তার প্রাপ্য যাকাতের অধিকার কিংবা অন্য সম্পদের অধিকার প্রদান কর; যাতে করে তার দারদির দূর হয়।

আর পথকি হচ্ছে— এমন ব্যক্তিতে ভনিদশৌ, নিজের দশে থেকে বিচ্ছিন্ন। উল্লেখিত সকল ব্যক্তিকে দানকারী এ পরমাণ দবিনে যাতে করে দানকারীর ক্ষতনা হয় এবং উপযুক্ত পরমাণের চয়েও বশৌ না হয়। যহেতে এটাই تَنْذِيرٌ (অপচয়); যা থেকে আল্লাহনবিধে করছেন এবং জানিয়েছেন যে, নশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানেরে ভাই। কেননা শয়তান মানুষকে সকল মন্দ অভ্যাসেরে দকি আহ্বান করে। মানুষকে ক্পনতা ও খরচ না করার দকি আহ্বান করে। যদি মানুষ তার অবাধ্য হয় তখন তাকে অপচয় ও অপব্যয়েরে দকি আহ্বান করে। আল্লাহতাআলা মানুষকে ন্যায়পূরণ বিষয় ও ভারসাম্যপূরণ বিষয়েরে নরিদশৌ দনে এবং এর জন্য প্রশংসা করেন। যমেনটিনি রিহমানেরে পূন্যবান বান্দাদেরে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন: “আর যারা ব্যয় করার সময় অপচয় করে না এবং কৃচ্ছতা অবলম্বন করে না; বরং তাদেরে ব্যয় হয় উভয়টির মাঝামাঝি।” [সূরা ফুরক্বান, আয়াত: ৬৭] [তাফসরি সা'দী (৪৫৬)]

এর মাধ্যমে পরসিকার হয়ে গেলে যে, আল্লাহতাআলা তার বান্দাদেরকে নরিদশৌ দিয়েছেন এবং তাদেরে জন্য বধৌ করছেন যে, তিনি তাদেরে জন্য যে পবতির জনিসি নাযলি করছেন; খাবার-দাবার বা পশোকাদিতারা এগুলো উপভোগ করবে। এবং তিনি তাদেরকে নরিদশৌ দিয়েছেন যে, তারা নিকটাত্মীয়েরে সম্পর্ক রক্ষা করবে, মসিকীনদেরকে খাওয়াবে এবং তিনি তাদেরকে অপচয় ও অপব্যয়মূলক খরচ থেকে বারণ করছেন।

তাই হারাম খাতে ব্যয় করা অপচয় ও অপব্যয়। আর বধৌ খাতেরে ব্যয় ব্যয়কারীর আর্থিক অবস্থা, ব্যয়েরে খাত ও অপরাপর পারিপার্শ্বিক সময়, স্থান ও সামর্থ্যেরে ভিত্তিতে অপচয়েরে বিষয়টি তারতম্য হয়ে থাকে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

আমরা শুনিয়ে, অপচয় ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে তারতম্য হয়ে থাকে; ব্যক্তির সম্পদের ভিত্তিতে; চাই সবে ব্যক্তি বিষবসায়ী হোক কিংবা বিত্তশালী হোক?



জবাবে তিনি বলেন:

এ কথা সঠিকি য়ে, অপচয় আপকেষিকি। এটি কর্মরে সাথে নয়; বরং কর্তার সাথে সম্পূক্ত। উদাহরণতঃ কোনে দরদির নারী যদি এমন কোনে অলংকার গ্রহণ করে যা ধনী নারীর অলংকারেরে সমতুল্য; তাহলে এ নারী কি অপচয়কারী গণ্য হবনে? যদি এই অলংকারটি কোনে ধনী নারী গ্রহণ করে আমরা বলব: এতে কোনে অপচয় নহে। যদি দরদির নারী গ্রহণ করে আমরা বলব: এতে অপচয় রয়েছে। বরং খাবার ও পানীয় অপচয়েরে ক্ষেত্রেও মানুষেরে ভদোভদে রয়েছে। যমেন কোনে ব্যক্তি দরদির; অর্থাৎ তার খাবারেরে দস্তরখানে অল্প কিছুই যথেষ্ট। কিন্তু, অন্যেরে দস্তরখানে এইটুকু যথেষ্ট নয়। আবার এদকি থেকেও ব্যবধান হতে পারে য়ে, কোনে ব্যক্তিরি কোনেদনি মহেমান আসবে বধিয় সয়ে ব্যক্তি মহেমানেরে সম্মানে এমন কিছু আয়োজন করলনে যা সাধারণতঃ তার বাসায় খাওয়া হয় না। এটি অপচয় হবে না। সারকথা হল: অপচয় কর্তার সাথে সম্পূক্ত; কর্মরে সাথে নয়। যহেতু এতে মানুষেরে ভদোভদে রয়েছে।”[লকিউল বাব আল-মাফতুহ (৮৮/৩৪) থেকে সমাপ্ত]

অপচয় হল— সীমালঙ্ঘন করা। আল্লাহরবুল আলামীন তাঁর কতিবে উল্লেখ করছেন য়ে, তিনি অপচয়কারীদেরে পছন্দ করেনে না। আমরা যদি বলি, অপচয় হচ্চে— সীমালঙ্ঘন; তাহলে অপচয়ে ভদোভদে থাকবে। কোনে জনিসি এক ব্যক্তিরি জন্যে অপচয়; অন্য ব্যক্তিরি জন্যে অপচয় নয়। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি দুই মলিয়ন দিয়ে বাড়ী কনিল, ছয় লক্ষ রিয়ালেরে ফার্নচার দিয়ে বাসা সাজাল, গাড়ী কনিল; যদি এ ব্যক্তি ধনী হয় তাহলে সয়ে অপচয়কারী নয়। কোনে বড় মাপেরে ধনীদেরে জন্যে এটি সহজ। পক্ষান্তরে, এ ব্যক্তি যদি ধনী না হয়ে গরীব হয় কথিবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হয়; তাহলে এ ব্যক্তি অপচয়কারী হবে। কারণ কিছু কিছু মানুষ বলিসতি করে। আপনি দেখবেন য়ে, সয়ে বরিট এক প্রাসাদ কনিয়ে ফলেছে, জটিলশূরণ ফার্নচার দিয়ে প্রাসাদকে সাজিয়েছে। হতে পারে মানুষেরে কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এসব করেছে। এটি ভুল।

মানুষ তিনি প্রকার: এক, ধনী ও বতিতশালী। আমরা আমাদের বর্তমান যামানা সম্পর্কে বলব (সকল যামানা সম্পর্কে নয়): যদি সয়ে দুই মলিয়ন রিয়াল দিয়ে একটা বাড়ী খরিদি করে, ৬ লক্ষ রিয়াল দিয়ে ফার্নচার কনিয়ে বাসা সাজায়, গাড়ী কনিয়ে— এমন ব্যক্তি অপচয়কারী নয়।

দুই, মধ্যবিত্ত। তার ক্ষেত্রে এটি অপচয় হিসেবে গণ্য হবে।

তিনি, দরদির। তার ক্ষেত্রে এটি নিরবিদুধতি হিসেবে গণ্য হবে। কোনে সয়ে ব্যক্তি বলিস সামগ্রী ক্রয় করতে গিয়ে ঋণ করেছে; যা তার প্রয়োজনে ছলি না।”[লকিউল বাব আল-মাফতুহ (২৩/১০৭)]

উপরোক্ত আলোচনার প্রক্ষেতি: নিজেরে মা ও বনে যা দাবী করেনে সগেলো যদি বধৈ জনিসি হয়, সগেলো ক্রয় করা আপনার সাধ্যেরে মধ্যে থাকে ও আপনার জন্যে কষ্টকর না হয় এবং এতে করে এর চয়ে গুরুত্বপূরণ কোনে খরচাদি কষ্টগ্রিস্ত না হয়; তাহলে এমন জনিসি ক্রয় করা আপনার জন্যে জায়যে। এ ধরণেরে ক্রয় অপচয়েরে মধ্যে পড়বে কনি; সটোর মানদণ্ড উপরে আলোচতি হয়েছে। যদি আপনাদেরে সম পর্যায়েরে মানুষ এ ধরণেরে জনিসিপত্র কনিয়ে থাকে তাহলে এটি আপনাদেরে জন্যে অপচয়



হবে না।

আর এ ধরণের জনিসি ক্রয় করার দকিটা আপনার ক্ষতেরে প্ৰাধান্য পাবে: যদি আপনি সেগুলো ক্রয় করার সামর্থ্য রাখেন, এগুলো ক্রয় করার মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা হয় এবং তাদের মন রক্ষা হয় কথিবা এগুলো না কনিলে আত্মীয়তার সম্পর্কে ছদে ঘটবে কথিবা সম্পর্ক নষ্ট হয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।